মূলচাঁদ জৈন
প্রযোজিত
চিত্র সংসার
নিবেদিত

শেষ চিহ্ন

চিত্র সংসারের প্রথম নিবেদন

শেষ চিহ্ন

প্রযোজনা : **মূলচাঁদ জৈন**

চিত্র গ্রহণ ও পরিচালনা : **বিভূতি চক্রবর্তী**

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : **লীনা দেবী**

সুর-সৃষ্টি : **রথীন ঘোষ**

গীত-রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ-গ্রহণ : জে. ডি. ইরাণী

শব্দ-পুনর্যোজনা সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্ট্যোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী

রূপ-সজ্জা : ত্রিলোচন পাল

স্থিরচিত্র : স্যাংগ্রিলা

ব্যবস্থাপনা : সুধীর রায়

প্রচার-পরিচালনা : বাগীশ্বর ঝা

● প্রধান ভূমিকায় ●

সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্ত্তী

● অন্যান্য চরিত্রে ●

কমল মিত্র, রেণুকা রায়, অনুপকুমার, শৈলেন মুখার্জী, রসরাজ চক্রবর্তী, বাবলু, স্বাতী, কৃষ্ণা, অমিয়, ঋতী, সিতেন্দু, ৺তুলসী চক্রবর্তী, শিবু আরও অনেকে

কাহিনী

দুটি গৃহ। দুটি পরিবার। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে তারা জীবন কাটায়। গোবিন্দ, শিবনাথের বাবা, গণনা ও পূজার্চনা করে এবং রমেশ মিনতির বাবা কেরানী বৃত্তি করে দিন কাটান। দুটি সংসার কখনও যেন এক আবার কখনও বিচ্ছেদের ব্যথায় বহুধা। কিন্তু চোদ্দ বছরের শিবু আর দশ বছরের মিনু ছেলেবেলা থেকেই এক। এক অন্যের মুখাপেক্ষী।

সময়ের স্রোত চলে বিপথগামী। হঠাৎ শিবু তার বাবাকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু মেধাবী শিবুর পালনের ভার নেন গোবিন্দের প্রিয় যজমান ডাঃ সঞ্জীব—যার সংসারে আছে স্ত্রী মমতা, ছেলে জয় আর মেয়ে লতা। মমতা কিন্তু সব সময়েই শিবনাথের উপর দুর্ব্যবহার করেন।

শিবনাথ স্কুলের পড়া শেষ করে ডাক্তারী পড়ে এবং গভর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করলে ডাঃ সঞ্জীব তাকে বিদেশে পাঠায় সেখান থেকে ডিগ্রী আনার জন্য—কেননা তিনি লতাকে তার হাতে সমর্পণ করবেন। কিন্তু মমতা চান ডাঃ পল নামে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের অর্থকৌলিন্যের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে। লতা তা চায় না কেননা লতা মনে মনে কামনা করে শিবনাথকেই। যদিও জয় বাল্যকালে শিবনাথের উপর হিংসা পোষণ করতো তবুও বয়স বাড়ার সংগে সংগে সব বুঝতে পারে এবং লতাকে সমর্থন করে।

শিবনাথ বিদেশে চলে যায়। মিনতি বসে থাকে তার ছেলেবেলার খেলার সাথী শিবনাথের ফেরার পথ চেয়ে। কিন্তু রমেশের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসতে সে মিনতির অন্যত্র বিয়ে দিয়ে চোখ বোজে। একটি মাত্র সন্তান গোপাল কোলে আসতেই নিয়তির অমোঘ বিধানে মিনু স্বামীকে হারায়।

শিবনাথ বিদেশ থেকে ফিরে এসেই মিনতির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদে মর্মাহত হয় এবং ভগ্নহৃদয়ে কোলকাতায় গিয়ে চেম্বার খুলে প্রাকটিস সুরু করে। লতা

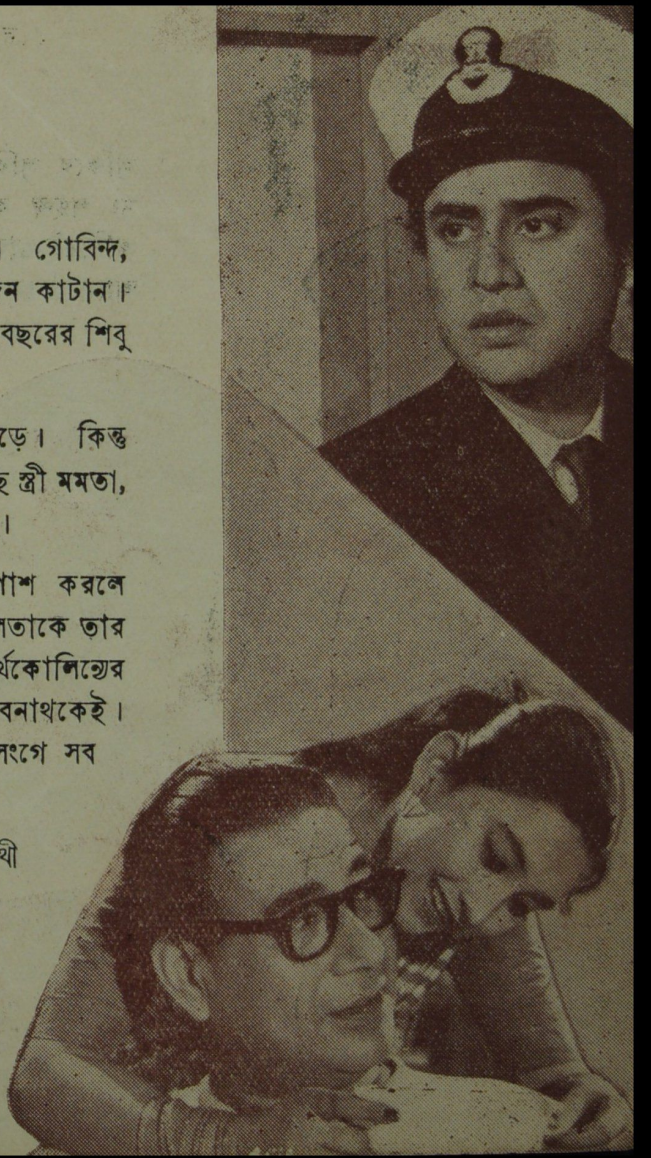

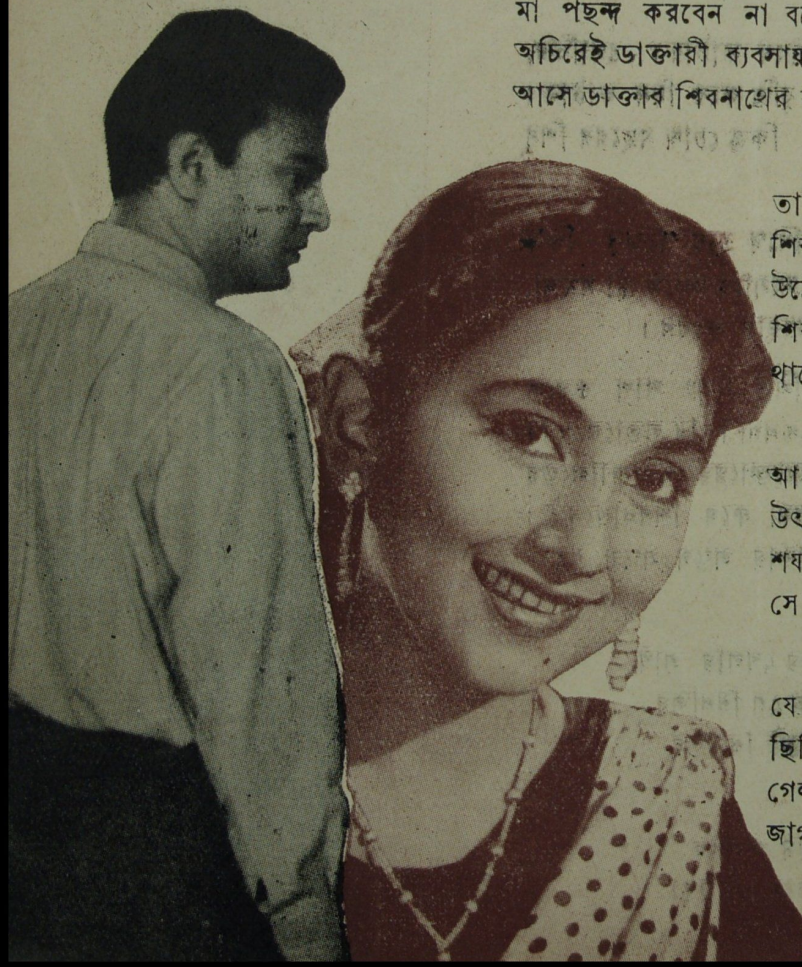

লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই যেত শিবনাথের চেম্বারে। শিবনাথের সংগে তা'র মেলামেশা তা'র মা পছন্দ করবেন না বলে এই লুকোচুরি। শিবনাথ বুঝতে পারে লতা তা'র প্রতি আকৃষ্ট। অচিরেই ডাক্তারী ব্যবসায় তার প্রচুর পসার হয়। একদিন রুগ্ন মুমূর্ষু সন্তানকে নিয়ে মিনতি আসে ডাক্তার শিবনাথের কাছে। শিবনাথের অক্লান্ত চেষ্টায় গোপাল সেরে উঠে।

এদিকে মমতার এক কঠিন অসুখ হয়। তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তা'র ছেলে জয় ডাক্তার শিবনাথকে ডেকে আনে মায়ের চিকিৎসার জন্য। শিবনাথের চিকিৎসায় ম্যাজিকের মত কাজ হয় এবং মমতাদেবী সুস্থ হয়ে উঠেন এবং শিবনাথের প্রতি তা'র বিদ্বেষ অন্তর্হিত হয়। মেয়েকে শিবনাথের হাতে সম্প্রদান করতে তার আর কোন আপত্তি থাকে না।

যথাসময়ে বিয়ে হয়ে যায়। ফুলশয্যার রাতে মিনতিরও আসার কথা ছিল, কিন্তু মিনতির দেখা পেলে না। উদগ্রীব, উৎকণ্ঠিত শিবনাথ খোঁজ খবর করে জানতে পারে মিনতি মৃত্যু শয্যায়। মিলনের প্রথম রাতের সমস্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করে সে ছোটে মিনতির কাছে। তা'কে বাঁচাতে।

শিবনাথ কি মিনতিকে বাঁচাতে পেরেছিল? আশৈশব যে তা'র সহচরী তা'কে নিয়তি তা'র কাছে থেকে আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিল, সে কি পরপারে চলে গেল? দিয়ে গেল কি এমন কিছু যা' স্মৃতি হয়ে শিবনাথের মনে চির জাগরুক থাকরে। কি সেই শেষচিহ্ন?

তা'র
কৃষ্ট।
মনতি
ন্দেই
জন্য।
য়ে

গান

(১)

হিরন বরণা কমল আসনা
হে মহালক্ষী প্রণাম তোমায়।
দুঃখ দৈন্য হর, অন্ন বিতর,
সোনার বসুধা ভরুক সুধায়
হে মহালক্ষী .. ..

দাও মাগো আতুরে তোমারি স্নেহ
পূর্ণ কর মা জগত গেহ
অবিচল থাক মা করুণা কণায়
হে মহালক্ষী .. .. ..

এসো মা জননী এসো ঘরে
রূপের আলোতে আলো করে
তোমারি ঝাঁপি মা তুমি ভর
দীনে কর মা কৃপা কর
শ্রীহীনে শ্রী দাও ম' তোমারি ছায়ায়
হে মহালক্ষী .. ..

নমো বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্ম লয়ে শুভে
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষী নমোঽস্তুতে॥

(২)

ও চিঠি, ও আমার সাগর বরণ বিঠি
ঢেউ ঢেউ ডাগড় ডাগড় কথায় ভরানো
মনে মোর, কি গান তুমি আনো ?
লেখনীর কলির জ্বালা
গাথে নীল শক্ত মালা
এনে দেয় মুক্তি আমায় নীল আকাশের রং ছড়ালো
এ জীবন সেই খুশীতে আপন ভোলা
ঝিল্‌মিল্‌ আবেশ নামে।
শেষে ঐ একটি নামে,
সেখানে স্বপ্নের তায় সোহাগ মাখা সুর ঝরালো।

(৩)

দুটি আঁখি ভরে গেল স্বপ্ন রাগে
(আহা) যা দেখি তাই ভাল লাগে
ঘুম ভাঙ্গায়ে কে গো এলে
মন মাতা কি রং দিলে
জানিনা কি হ'ল
লাগে দোল হিল্লোল, উতরোল লাগে দোল,
গোপনে বাজালে বীণা,
আমি দিলাম তোমারি তরে,
কল্পনারী সাজানো ঘরে
আজ সহসা মনে হল
কোন মালাটি পেলাম একি আবেশে সহসা
এল কার ফুলহার উপহার এল কার
মায়ারী স্বপনে ভেসে ॥

(৪)

যা খুশী করনা যে ভাবেই পড়না পাশ করা চাই বি,এ
ঘরে সাজো বোকা রাম বাইরে লেখাও নাম
নতুন কোচিংক্লাসে গিয়ে
বিদ্যার দৌড়ে সবাইকে হারিয়ে
মগজের ঘিলুটা বেশ করে নাড়িয়ে
ফাইন্যাল টপকাও রেডিমেড হাইজাম্প দিয়ে
পাশ করা চাই বি,এ ॥
রেগে মেগে গুরুজন ফাঁকিবাজ বলুক না
সবাই কে ফাঁকি লেখাপড়া চলুক না
রেজাল্টটা বেরুলেই ফ্যামিলিটা শুদ্ধু
ভেবে ভেবে ভ্যাবাচাকা খেয়ে হোক বুদ্ধু
মাথা উচুঁ করে যাও সে বি,এর ডিগ্রিটা নিয়ে
পাশ করা চাই বি,এ
বি য়ে ·· ··· ·· ॥

॥ সহকারী ॥

পরিচালনা ঃ বিশু ব্রহ্ম, সুধীর চ্যাটার্জী, কাজল চক্রবর্তী

চিত্র-গ্রহণ ঃ তরুণ গুপ্ত, কাজল চক্রবর্তী

আলোক-সম্পাত ঃ হেমন্ত, সুখরঞ্জন, অনিল, অনুরঞ্জন, দেবেন, শান্তি ও মংগরু

সুর-সৃষ্টি ঃ নীলকমল ও শিবনাথ

শব্দ-গ্রহণ ঃ সিদ্ধি নাগ

সম্পাদনা ঃ রমেন ঘোষ

শিল্প-নির্দেশ ঃ রবি চ্যাটার্জী

রূপ-সজ্জা ঃ দেবী হালদার

ব্যবস্থাপনা ঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

ক্যালকাটা ওয়াচ কোং, গুইন স্টোর, নিরাপদ দত্ত, এ. কে. বাসু, নরেন্দ্রপুর গৌরী বাড়ি, ৺হরিপদ রায় মন্মথকুমার রায়, পুস্তকালয়, এ. এল. চোপরা ও এম্. এল্. শেঠী

॥ নেপথ্য-কণ্ঠ ॥

হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

আবহ-সংগীত ঃ সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৃহীত এবং শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটারিতে প্রস্ফুটিত

অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স (প্রাঃ) লিঃ-এর

মুক্তি-প্রতীক্ষায় !

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের নিবেদন

নব দিগন্ত

কাহিনী :
বিশ্বনাথ রায়

পরিচালনা :
অগ্রদূত

সংগীত :
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে :
সাবিত্রী • বসন্ত • বিশ্বজিৎ
সন্ধ্যা রায় • জহর • প্রভৃতি

পরিবেশনায় আগামী দুটি চিত্র-রত্ন !

গঠন পথে !

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের তৃতীয় নিবেদন

বাদশা

কাহিনী :
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চিত্রনাট্য ও গীত :
কবি শৈলেন রায়

পরিচালনা :
অগ্রদূত

সংগীত :
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়